চুয়াডাঙ্গার বিলপাড়ায় ছাগলে ক্ষেত খাওয়াকে কেন্দ্র করে বাড়িতে হামলা, থানায় অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার বেগমমপুর বিলপাড়ায় পেয়ারা বাগানে ছাগল যাওয়াকে কেন্দ্র করে বাড়িতে হামলা চালিয়ে মহিলাসহ ৩ জনকে পিটিয়ে জখম করেছে পেয়ারা বাগানের মালিক ফারুক হোসেন। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের বেগমপুর বিলপাড়ার আনু মিয়ার ছেলে ফারুক হোসেনের পেয়ারাবাগানে মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে দিলু ইসলামের ছাগল যায়। এ ঘটনায় ফারুক হোসেন ক্ষিপ্ত হয়ে দলবল নিয়ে দিলুর বাড়িতে হামলা চালায়।

এসময় বাড়িতে থাকা দিলুর স্ত্রী সাজেদা খাতুন (৩৫), মেয়ে শুকতারা খাতুন (১৬) ও ছেলে সজিবকে (১২) লাঠিসোটা দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে গুরুত্বর আহত করে। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশিরা ছুটে এলে পালিয়ে যায় ফারুক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয় বিভিন্ন ক্লিনিকে। আহতদের মধ্যে শুকতার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এ ঘটনায় দিলু ইসলাম বাদি হয়ে দর্শনা থানায় ৪ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। এদিকে ফারুক হোসেন তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন।

কুষ্টিয়ায় মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ায় ৩০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ মোঃ রফিকুল ইসলাম নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের কান্তি নগর বোয়ালদাহ এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত রফিকুল ইসলাম কান্তি নগর বোয়ালদাহ এলাকার মুনজিল আলীর ছেলে। কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ ছাব্বিরুল আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রফিকুল ইসলামকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছে থাকা ৩০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। সে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানান তিনি। আটককৃত রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) খাইরুল ইসলামের নির্দেশনায় কুষ্টিয়া মডেল থানা এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওসি।

দামুড়হুদায় গাঁজা গাছসহ একজন আটক! ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১ বছরের কারাদণ্ড

দামুড়হুদা উপজেলা থেকে গাঁজা গাছসহ সাধু মালিথা নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনিপাড়ায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছসহ তাকে আটক করে।

আটককৃত সাধু মালিথা (২৮) ওই এলাকার নিজাম মালিথার ছেলে। আটককৃতকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের সাধু মালিথা তার পটল ক্ষেতে গাঁজা গাছের আবাদ করেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিয়তউল্লা, পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে অভিযান চালায়। এসময় ওই পটল ক্ষেত থেকে ৩ টি গাঁজা

উদ্ধার করা হয়।

পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সাধু মালিথাকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২শ’ টাকা জরিমানা করেন। সাজাপ্রাপ্তকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও স্কুল শিক্ষিকা দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

প্রায় কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল আলম ও স্কুল শিক্ষিকা মোছা. আয়েশা খাতুন দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক কুষ্টিয়া।

রবিবার দুপুরে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল আলম ও তার স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা মোছা. আয়েশা খাতুনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছেন।

মামলার এজাহার নামীয় সন্দিগ্ধ আসামিরা হলেন- রংপুর তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী গ্রামের বাসিন্দা আব্দুস সাত্তার মিয়ার ছেলে সাবেক কুষ্টিয়া জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বর্তমানে রংপুরে কর্মরত আশারাফুল আলম এবং তার স্ত্রী রংপুর সদর উপজেলার রাধাকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মোছা. আয়শা খাতুন।

মামলার এজাহার সূত্রের বিবরণ দিয়ে দুদকের কৌঁসুলি অ্যাড. আল-মুজাহিদ মিঠু জানান, প্রথম মামলায় আনীত অভিযোগে সাবেক জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল আলম তার কর্মজীবনের ১৯৮৯ সাল হতে ২০১৯ সাল সময়কালের মধ্যে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত প্রায় ৩৬ লাখ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ।

২য় মামলায় আশরাফুল আলম ও তার স্ত্রী আয়শা খাতুন যৌথভাবে কর্মজীবনের ১৯৯৫ সাল হতে ২০১৯ সাল সময়কালের মধ্যে প্রায় ২১ লাখ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ আহরণ করেছেন বলে দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধান ও তদন্তে সত্যতা পাওয়া যায়। আসামিদের দখলে থাকা প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পত্তির মধ্যে প্রায় অর্ধকোটি টাকার সম্পত্তি জ্ঞাত আয় বহির্ভূত।

যা ২০০৪ সালের দুদক আইনের দ:বি: ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ৪(২ ও ৩) তৎসহ ১০৯ ধারায় অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়।

কুষ্টিয়ায় স্কুল খোলা রেখে পরীক্ষা, ক্লাসে হাজির ইউএনও

সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে স্কুল খোলা রেখে ক্লাস পরীক্ষা নেওয়ার অপরাধে কুষ্টিয়ার মিরপুরে একটি বেসরকারী এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার সকালে উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে এ জরিমানা করেন মিরপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস।

ইউএনও লিংকন বিশ্বাস জানান, করোনা পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে। সরকারি এ নির্দেশনা অমান্য করে বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে নার্সারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের একত্র করে ক্লাস পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। সেখানে প্রায় ৭০জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এ

মন গোপন সংবাদ পেয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

করা হয়। এতে স্কুল খোলা রেখে ক্লাস পরীক্ষা নেওয়ার দায়ে এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে দন্ডবিধি আইন, ১৮৬০ এর আওতায় ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করে আদায় করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় এক সেনা সদস্যর বাড়ি ভাংচুর, মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও মারপিটের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপলেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা গ্রামে এক সেনা সদস্যর বাড়ি ঘর ভাংচুর সহ প্রতিবেশীর বাড়ি ভাংচুর, মহিলাদের শ্লীলতাহানি সহ মারপিট, নগদ টাকা লুট পাটের ঘটনা ঘটেছে।

জানাগেছে গত শুক্রবার দুপুরে কার্পাসডাঙ্গার পীরপুরকুল্লা গ্রামের খালপাড়ায় মহিলাদের ঝগড়া বিবাদের জের ধরে ঠাকুরপুর গ্রামের মজিবারের ২ ছেলে আশাদুল (৩৫) ও শহিদুল (৩০) সহ ১০/১২ জন দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে পীরপুরকুল্লা গ্রামের খাল পাড়ায় সেনাবাহিনীতে কর্মরত হাসিবুল ইসলাম পিতা সোহরাহ হোসেনের বাড়ী ভাংচুর সহ মহিলাদের মারধর এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

শুধু তাই না, সেনা সদস্য হাসিবুল ও তার আপন বড় ভাই জসিম বাড়িতে না থাকায় জসিমের স্ত্রী শাহানাহ খাতুন (৩৫) ও তার নাবালিকা মেয়ে সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রীকে বেদম মারপিট সহ শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে বলে জানাগেছে। এসময় প্রতিবেশী মৃতঃ আঃ জলিলের ছেলে আফছার আলী
(৫০) ও তার স্ত্রী ও সন্তানরা বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারপিট করে এবং বাড়ি-ঘর ভাংচুর সহ ঘর তৈরীর জন্য আলমারিতে রাখা নগদ তিন লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেয় ঠাকুরপুরের শহিদুল ও আশাদুলরা।

এদিকে সেনা সদ্যসর ভাই জসিমের সপ্তম শ্রেনীতে পড়ুয়া নাবালিকা মেয়ে ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পরেছে। জসিমের স্ত্রী শাহানাজও ভয়ে ভয়ে

আছেন। স্বামী বাড়িতে না থাকায় শাহানাজ ও তার নাবালিকা মেয়ে থানায় কোন অভিযোগ করতে পারেননি।

আসলেই শাহানাজ ও তার নাবালিকা মেয়ের সাথে কি ঘটনা ঘটেছে পুলিশ সঠিক তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য। ওদিকে উক্ত ঘটনায় আহত আফছার, তার স্ত্রী ফাহিমা সহ কয়েক জন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়ে ওই দিনই বাড়ি ফেরেন। এবং কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পে একটি লিখিত অভিযোগ করেন। ঘটনা দুই দিন অতিবাহিত হলেও অভিযোগটি কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আছে।

এব্যাপারে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের আইসি এসআই জুয়েলের সাথে কথা বললে তিনি জানান, বিষয়টি আমি সঠিক তদন্ত করে আগামি কাল দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়মিত মামলার আবেদন করবো। বিষয়টি নিয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেকের সাথে কথা হলে তিনি জানান, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে জরিমানা আদায়

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ অভিযান চলে। দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান দামুড়হুদার দর্শনা জয়রামপুর, কার্পাসডাঙ্গা, নাটুদা বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ১১ টি

মামলায় ১৪,জনের নিকট থেকে ১০ হাজর টাকা জরিমানা আদায় করেন, এসময় তিনি মাক্স ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ। কয়েকদিনের ব্যবধানে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল। এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে।

তিনি আরো বলেন, সব ধরনের অফিসে কর্মচারী থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করেন আদালত পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলী, দামুড়হুদার মডেল থানার পুলিশ সদস্যরা, প্রমুখ।

দামুড়হুদা সীমান্তে বিজিবি হাতে ভারতীয় প্রায় ১৫ কেজি রুপার গহনাসহ ২জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তে বিজিবি হাতে ভারতীয় প্রায় ১৫ কেজি রুপার গহনাসহ ২জন চোরাচালানী আটক করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তের হৈইবৈতপুর পাকা রাস্তার উপর থেকে একটি মটরসাইকেল রুপার গহনাসহ ২ জন কে আটক

করা হয়।

আটককৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তের দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নান্তিপুর গ্রামের মোঃ নওশদ আলির ছেলে মো: জিসান আলী হৃদয় (২০) ও একই গ্রামের মোঃ জিয়াউর রহমানের ছেলে মোঃ বিপুল হোসেন (২১)। বিকেলে এদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করে সোর্পদ করেছে বিজিবি।

বিজিবি জানায়, শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভারত থেকে একটি রুপার বড় চোরাচালান আসবে এমন তথ্যে পেয়ে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক লে: কর্ণেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পিএসসি সহ বড়বলদিয়া সীমান্ত ক্যাম্পের ইনচার্জ নায়েক মো: জুলহাস আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তের মেইন পিলার ৮৩ নং নিকট হতে ১ কিলোমিটার হৈইবৈতপুর পাকা রাস্তা উপর অবস্থান নেয়।

এসময় ভারত সীমান্তের দিক থেকে একটি মটরসাইকেলে আসামী মোঃ জিসান আলী হৃদয় ও মোঃ বিপুল হোসেন চোরাচালানী আসলে তাদের গতি রোধ করে আটক করে চুয়াডাঙ্গা বিজিবি ব্যাটালিয়ন সদরের আনা হয়।

পরে আটককৃতদের মটরসাইকেল তল্লাশি করে অভিনব কায়দায় তেলের ট্রাংকিতে রাখা ১৪ কেজি ৮ শ ৫০ গ্রাম রুপার বিভিন্ন গহনা ২টি মোবাইল ফোন ও নগত টাকা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ২০ লক্ষ ৪২ হাজার ৫ শ ৬৮ টাকা।

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে ২ ভুয়া চিকিৎসক আটক

বিডিএমসিতে নিবন্ধন না করে স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক হিসেবে রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করার অপরাধে কুষ্টিয়ায় মোঃ কামাল হোসেন ও মিরাজুল ইসলাম নামে দুই ভুয়া চিকিৎসককে আটক করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের কাটাইখানা মোড় ও চৌড়হাস ফুলতলা

এলাকায় অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়ার র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে আটক করে।

আটককৃত মোঃ কামাল হোসেন শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকার মৃত রহিম বক্সের ছেলে। তিনি কাটাইখানা মোড়স্থ মডার্ণ ডেন্টাল কেয়ার চেম্বারে রোগী দেখতেন।

মিরাজুল ইসলাম চৌড়হাস এলাকার মৃত নুর মোহাম্মদ এর ছেলে। তিনি চৌড়হাস মোড়ে ফুলতলা এলাকার সজিব মেডিকেল হলের চেম্বারে রোগী দেখতেন।

র্যাব সুত্রে জানা যায়, শনিবার বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ভূয়া প্রেসক্রিপশনসহ কামাল হোসেন ও মিরাজুল ইসলামকে আটক করা হয়। আটককৃত কামাল হোসেন ও মিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিডিএমসিতে নিবন্ধন না করে নিজের নামের পূর্বে ডাক্তার ব্যবহার করে এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একজন স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক হিসেবে রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করে। যা বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ এর ২২ (২)/২৮ (১) ধারার অপরাধ করেছে। এ ব্যাপারে আটককৃত দুইজনের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জীবননগরে লকডাউন না মানাই ৯জনের জরিমানা

জীবননগরে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে লকডাউন না মানাই ৯জনের ৪হাজার ২শ টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকে বিরতীহীন ভাবে জীবননগর শহরের বিভিন্নস্থানে এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেড এস এম মুনিম লিংকন জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় এ ভ্রাম্যমান আদালত

পরিচালনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম ।